লেকচার - ২০
উপাধি, ছদ্মনাম, একই নামের গ্রন্থ

উপাধি

উপাধি	কবি/সাহিত্যিক
বিদ্রোহী কবি/বাংলার বায়রন	কাজী নজরুল ইসলাম

[১ম বিদ্রোহী কবি বাংলা সাহিত্যের - মাইকেল]

নাগরিক কবি	কবি শামসুর রহমান

(বাংলা সাহিত্যের ১ম নাগরিক কবি - ভারতচন্দ্র)

সাহিত্য সম্রাট/উপন্যাসের জনক/বাংলার স্কট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো.

(ইংরেজি উপন্যাসের জনক - ওয়াল্টার স্কট)

রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি/নির্জনতার কবি/নির্জনতম কবি (বুদ্ধদেব বসু)/মৃত্যু চিন্তার কবি/চিত্ররূপময়তার কবি (রবীন্দ্রনাথ)/রূপকল্পের কবি/শুদ্ধতম কবি/পরাবাস্তববাদী কবি/ধূসরতার কবি/ইতিহাস-ঐতিহ্যের কবি	জীবনানন্দ দাশ
ছন্দের যাদুকর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ছান্দসিক কবি	আবদুল কাদির
চারণ কবি	মুকুন্দ দাস
কবি কঙ্কন	মুকুন্দ রাম
কাব্য সুধাকর	গোলাম মোস্তফা
সাহিত্য সরস্বতী	নুরুন্নেসা খাতুন
পদাতিকের কবি	সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়

- ক্লাসিক কবি — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- মার্কসবাদী কবি — বিষ্ণু দে
- মহাকবি — আলাওল
- বিশ্বকবি — রবীন্দ্রনাথ
- অপরাজেয় কথাশিল্পী — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কবিদের কবি — নির্মলেন্দু গুন
- নারী জাগরনের অগ্রদূত — ~~বেগম রোকেয়া~~ শামসুন্নাহার
- নারী জাগরনের পথিকৃৎ — বেগম রোকেয়া
- পল্লীকবি — জসীমউদ্দিন
- তরুন কবি/কিশোর কবি — সুকান্ত ভট্টাচার্য
- দুঃখবাদী কবি — যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	মূলনাম
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান
কায়কোবাদ	মুহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম (ডাকনাম: তারাক্ষ্যাপা, দুখু মিয়া, নজর আলি, তারা(খেপা))
তজম্মুর আলী/জসির উদ্দিন মোল্লা	জসীমউদ্দিন
অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
হুতোমপেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ (সিংহের ছদ্মনাম পেঁচা)
নীললোহিত	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দৃষ্টিহীন	মধুসূদন মজুমদার

- যাযাবর — বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
- বনফুল — বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
- বানভট্ট — নিহাররঞ্জন গুপ্ত
- সুনন্দ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- অবধূত — কালিকানন্দ
- গৌরাচাঁদ — দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
- হাসান মাহমুদ — ড. মনিরুজ্জামান
- জহির রায়হান — আবু নাইম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ
- শহীদুল্লাহ কায়সার — মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- মানিক বন্দোপাধ্যায় — প্রবোধকুমার বন্দোপাধ্যায় (ডাক নাম: মানিক)
- মোস্লেম আলি দীন — মইনুদ্দিন আহমেদ
- দীনবন্ধু মিত্র — গন্ধর্ব নারায়ণ
- নীলিমা ইব্রাহীম — নীলিমা রায় চৌধুরী
- অশোক সৈয়দ — আ. মান্নান সৈয়দ (সত্যের মতো বদমাশ-গ্রন্থ)
- পরশুরাম — রাজশেখর বসু
- ড. জে.কে. রও — ড. জুয়েল কিবরিয়া (ডাক নাম: মিশু)

একই নামের গ্রন্থ

- সঞ্চিতা (কাব্য) — নজরুল
  সঞ্চয়িতা (কাব্য) — রবীঠাকুর
  সঞ্চয়ন (কাব্য) — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

- কবর (নাটক) — মুনীর চৌধুরী
  কবর - (কবিতা) — জসীম উদ্দিন

- মানচিত্র - (কবিতা) — আলাউদ্দিন আল আজাদ
  মানচিত্র - নাটক — আনিস চৌধুরী

- জননী - (উপন্যাস) — শওকত ওসমান
  জননী — (উপন্যাস) — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
  জোছনা ও জননীর গল্প — হুমায়ূন আহমেদ

- দেয়াল — (উপন্যাস) — আবু জাফর শামসুদ্দিন
  দেয়াল - (উপন্যাস) — হুমায়ূন আহমেদ

- মধুমালা — (নাটক) - জসীমউদ্দিন
  মধুমালা — (নাটক) - নজরুল

- দেনা পাওনা - (গল্প) — রবীঠাকুর
  দেনা-পাওনা (উপন্যাস) - শরৎচন্দ্র

- রত্নাবলী (নাটক) — রামনারায়ণ তর্করত্ন
  রত্নাবতী (উপন্যাস) — মীর মশাররফ

লেকচার - ২১
উপজীব্য, উৎসর্গ

গ্রন্থাবলি | উপজীব্য

- লালসালু (উপন্যাস) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ — ধর্মীয় গোঁড়ামী
- গোরা (রাজনৈতিক উপন্যাস) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ। কারন ২টি
  ১. নিজস্ব কারন / স্বার্থপর কারন। নিজের জমিদারী ছিল এ বাংলায় বঙ্গভঙ্গ হলে তা নিয়ন্ত্রনে থাকবেনা।
  ২. ভারত হচ্ছে মা, ভারত মাতা এক হোক তা চাইনি। তাই কবি বলেন-
  "তেলের শিশি ভাঙলে বলে
  খুকির উপর রাগ করো,
  তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
  ভারতমাতা ভাঙা করো।"
- ঘরে বাইরে (রাজনৈতিক উপ.) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি।
- আনন্দমঠ (উপন্যাস) বঙ্কিমচন্দ্র — ফকির/সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
- তিতাস একটি নদীর নাম (উপন্যাস) অদ্বৈত মল্লবর্মন — নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন নিয়ে রচিত।
- কাশবনের কন্যা (উপন্যাস) শামসুদ্দিন আবুল কালাম — জেলে ও বেদেদের জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস।

২

গ্রন্থ	উপজীব্য বিষয়
পদ্মা নদীর মাঝি (উপন্যাস) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	ধীবর/জেলেদের জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস
কর্ণফুলী (উপন্যাস) আলাউদ্দিন আল আজাদ	উপজাতিদের জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস।
আবদুল্লাহ (উপন্যাস) - কাজী ইমদাদুল হক	মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ
সূর্যদীঘল বাড়ি (উপন্যাস) আবু ইসহাক	গ্রামীণ নারী জীবনের সংগ্রামশীলতা। মূল চরিত্র - জয়গুন
মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস) কাজী নজরুল ইসলাম	নদীয়ার কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের জীবন-কাহিনী।
আমার সোনার বাংলা (কাব্য) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলার প্রকৃতি ও দেশপ্রেম
রূপসী বাংলা (উপন্যাস) - জীবনানন্দ দাশ	বাংলার প্রকৃতি ও দেশপ্রেম
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (কাব্য) রবীঠাকুর	ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়
সোনার তরী (কাব্য) রবীঠাকুর	স্রষ্টা (মানুষ) নশ্বর, কিন্তু সৃষ্টি (কর্ম) অবিনশ্বর
বলাকা (কাব্য) রবীঠাকুর	গতিশীলতা

গ্রন্থ	উপজীব্য বিষয়
নেমেসিস (নাটক) নুরুল মোমেন	– ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ- দারিদ্র্য, মানবিক বিপর্যয়/ দুর্ভিক্ষ
কবর (নাটক) মুনীর চৌধুরী; আরেক ফাল্গুন (উপন্যাস) (জহির রায়হান)	– ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ
রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক) - মুনীর চৌধুরী; মহাশ্মশান (মহাকাব্য) - কায়কোবাদ	– পানিপথের ৩য় যুদ্ধ
সাদা কুয়াশার পাখি (উপন্যাস) চৌধুরী জুলফিকার মতিন	– ৬২'এর ছাত্র আন্দোলন
নাঢ়াই (উপন্যাস) - শওকত আলী	– তেভাগা আন্দোলন
নীল দর্পণ (নাটক) - দীনবন্ধু মিত্র	– নীল আন্দোলন
চিলেকোঠার সেপাই (উপন্যাস) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	– ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থান; "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন

- কবর (নাটক) — মুনীর চৌধুরী
  ১৭ই জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে
  ঢাকা জেলে বসে রচনা করেন
- আরেক ফাল্গুন (১ম উপন্যাস) — জহির রায়হান
- আর্তনাদ (উপন্যাস) — শওকত ওসমান
- নিরন্তর ঘন্টা ধ্বনি (উপন্যাস) — সেলিনা হোসেন
- একুশে ফেব্রুয়ারি (১ম সংকলন) — হাসান হাফিজুর রহমান
- কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি (১ম কবিতা) — মাহবুব-উল আলম চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

- 'মা' উপন্যাস — আনিসুল হক
- জোছনা ও জননীর গল্প, আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া → হুমায়ূন আহমেদ
- রাইফেল রোটি আওরাত (১ম উপন্যাস) — আনোয়ার পাশা
- নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন, ত্রাহি → সৈয়দ শামসুল হক
- হাঙর নদী গ্রেনেড, যাপিত জীবন — সেলিনা হোসেন
- খাঁচায়, অন্ধকথামালা — রশিদ হায়দার
- দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, ওআশ্রী, জাহান্নাম হতে বিদায় — শওকত ওসমান
- ফেরারী সূর্য — রাবেয়া খাতুন
- কালো ঘোড়া — মাহমুদুল হক
- আমার বন্ধু রাশেদ — জাফর ইকবাল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিচারণ/সাহিত্যকর্ম

- Golden age — তাহমিনা আনাম
- একাত্তরের দিনগুলি — জাহানারা ইমাম
- একাত্তরের যীশু — শাহরিয়ার কবির
- আমি বীরাঙ্গনা বলছি — নীলিমা ইব্রাহীম
- মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর — শামসুল হুদা চৌধুরী
- আমি বিজয় দেখেছি — এম. আর. আখতার মুকুল
- একাত্তরের ডায়েরী — সুফিয়া কামাল
- একাত্তরের ঢাকা — সেলিনা হোসেন
- একাত্তরের বর্ণমালা — এম. আর. আখতার মুকুল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

- নরকে লাল গোলাপ — আলাউদ্দিন আল আজাদ
- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় — সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

- সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড — অ্যালেন গিন্সবার্গ
- স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, আসাদের শার্ট, রক্ত সেচ — শামসুর রহমান
- দগ্ধগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধা — জসিমউদ্দিন
- এরই নাম স্বাধীনতা — আসাদ চৌধুরী

উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ

- কাজী নজরুল → সঞ্চিতা (কাব্য) → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ) → বিপ্লবী বারীন ঘোষ (ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী)
  - ছায়ানট (কাব্য) - কমরেড মোজাফফর আহমদ
  - বিষের বাঁশি - মাসুদা খাতুন (১ম বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ) (নজরুল ওনাকে মা ডাকতেন)
  - সর্বহারা — বীরজা সুন্দরী দেবী

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - বসন্ত (নাটক) → কাজী নজরুল
  - কালের যাত্রা (নাটক) → শরৎচন্দ্র
  - চার অধ্যায় (উপন্যাস) → ব্রিটিশ রাজবন্দী
  - বৌ ঠাকুরানীর হাট (১ম উপন্যাস) → সৌদামিনি দেবী (রবীর বড় বোন)
  - → গোরা (উপন্যাস) → রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীর পুত্র)
  - → ক্ষণিকা (কাব্য) → শ্রীযুক্ত লোকেন পালিত (রবীর বন্ধু)
  - → পূরবী (কাব্য) → ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (রবীর প্রেমিকা)

- মাইকেল মধুসূদন - বীরাঙ্গনা (পত্রকাব্য) - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
  - মেঘনাদবধ (মহাকাব্য) - রাজা দিগম্বর মিত্র
  - শর্মিষ্ঠা (নাটক) → সংস্কৃত কবি কালিদাস
  - কৃষ্ণকুমারী (নাটক) → কেশব গঙ্গোপাধ্যায়

- মীর মশাররফ → জমিদার দর্পণ (নাটক) → নবাব মীর মোহাম্মদ আলী
  - → বসন্তকুমারী (নাটক) → নবাব আ. লতিফ

লেকচার: ০১
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

* মাতৃভাষা ও জনসংখ্যা গুরুত্ব দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর (৪র্থ) ভাষা, ১ম – জার্মান (গ্রীক)
* পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর দিক দিয়ে (৬ষ্ঠ).
  " " জনসংখ্যার " " "
* পৃথিবীর ১ম ভাষা জনসংখ্যার " " ম্যান্ডারিন.
* পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা = সাড়ে ৩ হাজারের বেশি.

ভাষাবংশ → ১২ টি

- ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি ভাষাবংশ/ বৃহৎ / শ্রেষ্ঠ ভাষাবংশ) খ্রিস্টপূর্ব – ৫০০০ বছর আগের ভাষা
  - কেন্তুম
  - শতম
    - ইন্দো-ইরানীয় (ইন্দো-আর্য) (খ্রি.পূ. ২৫০০ সালে)
      - ভারতীয় (আর্য/দার্দিক)
        - বৈদিক ভারতীয়
        - প্রাচীন ভারতীয়
          - পালি
          - প্রাকৃত
          - প্রাচীন প্রাচ্য
          - প্রাচীন শৌরসেনী
          - প্রাচীন উদীচ্য
      - ইরানীয়
    - বাল্টোস্লাভীয়
    - আলবানিক
    - আর্মানিক

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.
Scanned with CamScanner

প্রাকৃত

বাংলা ভাষার মাতা/জননী/উৎসস্থল
বাংলা ভাষার দুহিতা কে? - প্রাকৃত
অর্থ: সাধারণ/স্বাভাবিক
খ্রিষ্টপূর্ব - ২৫০০ বছর আগের ভাষা

- গৌড়ীয় প্রাকৃত (ড. শহীদুল্লাহ্)
- মাগধী প্রাকৃত (ড. সুনীতিকুমার) (আধুনিক ভাষাবিদ)

↓

অপভ্রংশ - (স্তর)
(প্রাকৃতের বিকৃত রূপ)

↓

বঙ্গকামরূপী - (রূপ)

↓

- বাংলা
  ৭ম শতক (৬৫০/৯৫০) দশম শতক
  জন্ম
  ড. মু. শহীদুল্লাহ্ — ড. সুনীতিকুমার
- অসমীয়া
  (বাংলার বোন/সহোদর/ভগ্নি)

* কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম = প্রাকৃত
* " স্তর " " " " = অপভ্রংশ
* " রূপ " " " " = বঙ্গকামরূপ

Scanned with CamScanner

বাংলা সাহিত্য যুগ

- প্রাচীন যুগ
  ৬৫০/৯৫০–১২০০
- মধ্যযুগ
  ১২০১–১৮০০
  - অন্ধকার যুগ
    (১২০১–১৩৫০)
- আধুনিক যুগ
  ১৮০১–বর্তমান

চম্পুকাব্য {
- শূন্যপুরাণ — রামাই পন্ডিত (নিরঞ্জনের উষ্মা কবিতা)
- সেক শুভোদয়া – হলায়ুধ মিশ্র

(অন্ধকার যুগের গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় চম্পুকাব্য)

অন্ধকার যুগে উল্লেখিত কাব্য রচিত হয়নি। কারণ —
(পৃষ্ঠপোষকতার অভাব)

Scanned with CamScanner

লেকচার-০২
বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

প্রাচীন যুগ
(৬৫০-১২০০) ৭ম শতক
ড. মু. শহীদুল্লাহ
(৯৫০-১২০০) দশম "
ড. সুনীতিকুমার
আধুনিক ভাষাবিদ

মধ্যযুগ
১২০১-১৮০০
(এয়োদশ - আঠারো শতক)
↓
নামকরণ করা হয়
শ্রী চৈতন্য দেবের নামে
(বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক)

আধুনিক যুগ
১৮০১ - বর্তমান
(উনিশ শতক - বর্তমান)

বৈষ্ণব ধর্মের বিষয়বস্তু - রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা।
এক চরণ না লিখেও বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়
— শ্রীচৈতন্যদেব (কোনসাহিত্য লেখেনি)
এক চরণ না লিখেও বাংলা ভাষায় স্থান পায়
— বিদ্যাপতি (অন্যভাষায় লিখেছেন)
তার নামে মধ্যযুগের নামকরণ কারণ মধ্যযুগের
সবচেয়ে দামি যা তার নাম — 'বৈষ্ণব পদাবলী →
বৈষ্ণব ধর্ম তার বিষয়বস্তু, যার প্রচারক শ্রীচৈতন্য

* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা
* বৈষ্ণব পদাবলী — " " দামী/শ্রেষ্ঠ " " "
পার্থক্য - জীবনাবস্থার সাথে পরিবর্তন

শ্রীচৈতন্যদেব: জন্ম. ১৪৮৬, নদীয়া/নবদ্বীপ
মৃত্যু ১৫৩৩, পুরীতে।

নাম = বিশ্বম্ভর মিশ্র
ডাকনাম = নিমাই
উপাধি = মহাপ্রভু

চৈতন্যপূর্ব/প্রাক চৈতন্য
১২০১ - ১৫০০

চৈতন্য পর্ব/যুগ
১৫০১ - ১৬০০

চৈতন্য পরবর্তী/চৈতন্যোত্তর
১৬০১ - ১৮০০

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.

আধুনিক যুগ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকরণ করিল- নোবেলপ্রাপ্তি এবং বাংলা সাহিত্যিক.

রবীন্দ্রপূর্ব	রবীন্দ্রযুগ	রবীন্দ্র পরবর্তী
১৮০১-১৯০০	১৯০১-১৯৪০	১৯৪১- বর্তমান
ক্লাসিক/ধ্রুপদী যুগ	রোমান্স/রোমান্টিক যুগ	এন্টি-রোমান্টিক যুগ
সাহিত্যিক/কবি	রোমান্স = অলীক প্রণয় ।	পঞ্চপাণ্ডব:
বিহারীলাল চক্রবর্তী (ভোরের পাখি)	রোমান্টিক = বাস্তব " ।	১. জীবনানন্দ দাশ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি/জনক- — রবিঠাকুর ।	২. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
মদনমোহন তর্ক.	রোমান্সের জনক - বঙ্কিম	৩. বিষ্ণু দে
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	সাহিত্যিক/কবি	৪. অমিয় চক্রবর্তী
বৈশিষ্ট্য:	* নজরুল	৫. বুদ্ধদেব বসু
⇒ নীতিযুগ	* প্রমথ চৌধুরী	বৈশিষ্ট্য: ভোগবাদ
⇒ ত্রিভুবন যুগ	* মোহিতলাল	কল্লোল পত্রিকা — ১৯২৩ খ্রি. — ১৩৩০ বঙ্গ.
নীতিকাবিতা লেখা হত ।	* মীর মশাররফ	তাই যুগকে বলা হয়েছে পত্রিকা ।
	* বৈশিষ্ট্য :- ত্যাগবাদ	

* বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস - শেষের কবিতা.
চরিত্র — অমিত রায় + লাবণ্য —
বৈষ্ণবী —

লেকচার-০৩
প্রাচীন যুগ

৬৫০-১২০০
ড. মুহ. শহীদুল্লাহ

৯৫০-১২০০
ড. সুনীতিকুমার

প্রাচীন যুগে বাংলা সাহিত্যে রচিত গ্রন্থ ৪ টি
বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ১ টি। চর্যাপদ
- অন্য ৩ টি গ্রন্থের ভাষা — অপভ্রংশ/ বঙ্গকামরূপী

১. ডাকার্ণব
২. সরহপাদের দোহা
৩. কৃষ্ণাচার্যের দোহা
৪. চর্যাপদ

১ম ধারণা দেন

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র
তিনি বৌদ্ধ গবেষক
Sanskrit Buddist Literature in Nepal
- প্রকাশিত ১৮৮২
(এশিয়াটিক সোসাইটি)

আবিষ্কার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৩ বার নেপাল যান।
* ১৮৯৭,
* ১৮৯৮
* ১৯০৭

১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার হতে আবিষ্কার করেন। (রয়েল লাইব্রেরী)

নামকরণ

চর্যা অর্থ: আচরণ
পদ: কবিতা বা লাইন
আচরণের পদ/কবিতা
(বৌদ্ধদের-সহজিয়াদের আচরণ)

অন্যনাম

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
কোনটা আচরণীয়, কোনটা নয়।
চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
আশ্চর্য আচরণ
চর্যাগীতিকোষ
বৌদ্ধদের সাধন সঙ্গীত

রচিত ও প্রকাশিত

- রচিত হয়: মহাস্থানগড়
  নওগাঁর পাহাড়পুর, সোমপুর বিহার
  ৬৫০-১২০০ সালে, পাল হতে সেন আমলে।
- আবিষ্কার: ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার হতে।
- প্রকাশিত হয়: ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' হতে ৪ টি পুঁথি একসাথে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে।

Protected with free version of Watermarkly. Full version doesn't put this mark.
Scanned with CamScanner

চর্যার পদ

পদসংখ্যা + পদকর্তা

পদসংখ্যা = ৫০/৫১
আবিষ্কৃত = ৪৬ ½
পদকর্তা = ২৩/২৪
১০ লাইনের কবিতা = ৪৮টি।
২১ নং – ৮ লাইনের।
৪৩ নং – ১২ " ।

অনাবিষ্কৃত পদ

অনাবিষ্কৃত পদ = ৩ ½ টি
(২৪, ২৫, ৪৮, ২৩এর শেষাংশ)
২৩ নং পদ = ভুসুকুপা
(১ম ৬ চরণ ✓ = শেষ ৪ চরণ ✗)
৪৮ নং পদ = কুক্কুরীপা
২৪ " " = কাহ্নপা
২৫ " " = তন্ত্রীপা

২৪ জন পদকর্তা

কাহ্ন, কামলি, লুই, কুক্কুরী
চাটিল, ভুসুক, বিরুআ, গুন্ডরী,
দারিক, ঢেণ্ঢণ, আড়ক, কঙ্কন,
সরহ, শবর, বীনা, ডেন্ডন।
ধাম, মহিত্তা, ডোম্বী, তন্ত্রী
জয়দেব, ভাদে, লাড়ীডোম্বী, শান্তি।

গুরুত্বপূর্ণ পদকর্তা

কাহ্নপা

সর্বাধিক পদ
রচয়িতা = ১৩টি
প্রাপ্ত পদ সংখ্যা = ১২
অপ্রাপ্ত পদ – ২৪ নং
সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা

↓

কুক্কুরীপা

একমাত্র মহিলা পদকর্তা
পদ = ৩টি
২, ২০ ও ৪৮ নং
৪৮ নং অপ্রাপ্ত

লুইপা

আদি পদকর্তা
পদ = ২টি
১ ও ২৯ নং

↓

ভুসুকুপা

২য় সর্বোচ্চ সংখ্যক পদ
পদ = ৮টি
৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০,
৪১, ৪৩, ৪৯
৪৯ নং পদে নিজেকে বাঙালী দাবী করেন।

শবরপা

প্রবীন/বয়স্ক/
প্রাচীন পদকর্তা
পদ = ২টি
৫০ ও ২৮ নং

Scanned with CamScanner

চর্যাপদের গবেষক/ " আলোচক

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আবিষ্কারক/সম্পাদক/প্রকাশক। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত উপাধি মহামহোপাধ্যায় (অধ্যাপকের অধ্যাপক)

ড. সুনীতিকুমার

চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি তিনি প্রমাণ করেন-১৯২৬

তাঁর গ্রন্থের নাম — ODBL

Origin and development of the Bengali Language.

১ম ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ

" আলোচনা গ্রন্থ। তিনি চর্যাপদের নাম দেন

ড. মুহা. শহীদুল্লাহ

১ম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন

Buddist Mystic Songs

(বৌদ্ধদের মরমীয়া সংগীত)

(১৯২৭ সালে)

তিব্বতী অনুবাদক

ড. প্রবোধকুমার বাগচী

১৯৩৮ সালে

টীকাকার/ব্যাখ্যাকার

মুনিদত্ত

লেকচার-০৪
চর্যাপদ-২য় পার্ট

একনজরে

- রচনাকাল: ৬৫০-১২০০ সালে, পাল আমল → সেন আমল
- রচনাস্থান: নওগাঁর পাহাড়পুর, সোমপুর বিহারে।
- আবিষ্কার: ১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার হতে।
- আবিষ্কারক: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উপাধি মহামহোপাধ্যায়
- প্রকাশকাল: ১৯১৬ (১৩২৩ বঙ্গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে।
- ODBL: ড. সুনীতি ১৯২৬ সালে এ গ্রন্থে বলেন চর্যা বাংলা ভাষায় রচিত।
- ইংরেজি অনুবাদক: ১ম শহীদুল্লাহ, ২য় হাসনা মওদুদ
- তিব্বতী অনুবাদক: কীর্তিচন্দ্র, আবিষ্কারক: প্রবোধকুমার
- প্রাপ্ত পদ মোট - ৫০/৫১, পদকর্তা: ২৩/২৪
- আবিষ্কৃত পদ - ৪৬½ টি, অনাবিষ্কৃত: ৩½ টি (২৩½, ২৪, ২৫, ৪৮)
- আদিপদকর্তা: লুইপা, শেষপদকর্তা: শবরপা

কাহ্নপা

- সেরা/শ্রেষ্ঠ/সর্বাধিক পদের রচয়িতা কাহ্নপা
- পদসংখ্যা: ১৩ টি, প্রাপ্ত: ১২, অপ্রাপ্ত ১ টি (২৪)
- পদ নং - ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ নং।
- কাহ্নপা থাকতেন নওগাঁর সোমপুর বিহারে।
- অন্যনাম: কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র।
- উপাধি: সিদ্ধাচার্য, মণ্ডলাচার্য
- তাঁর গুরু: জলান্ধরী পা।
- পালরাজ দেবপালের সময় তিনি বর্তমান ছিলেন।

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ পদ

চর্যা চরণ	অনুবাদ
▫ আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা ॥ কাহ্নু কাহি গই করিব নিবাস জো মন গোঅর সো উআস ॥	নানা ঝামেলায় পথ বন্ধ হয়ে গেলো তা দেখে কাহ্নু উদাসী হল । কাহ্নু কোথায় গিয়ে করবে বাস যে মনের গোচর, সে উদাস ॥

→ ৭ নং পদ

▫ নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ, ছোই ছোই যাহি বাহ্ম নাড়িয়া ॥	নগরের বাহিরের নিম্নশ্রেণীর মহিলার কুঁড়েঘর, ব্রাহ্মণের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় শহরে থেকে।

→ ১০ নং পদ

ভুসুকুপা

▫ ২য় সর্বোচ্চ সংখ্যক পদের রচয়িতা। পদ - ৮ টি
▫ ২৩ নং পদের ১ম ৬ চরণ প্রাপ্ত, শেষ ৪ চরণ অপ্রাপ্ত।
▫ প্রকৃত নাম: শান্তিদেব। জাতে উচ্চবংশীয় (রাউতু বংশ)
▫ রাউতু অর্থ: অশ্বারোহী সেনা / রাজপুত্র।
▫ ভু - ভুক্তি → সারাদিন ভুক্তি (খাওয়া) করতেন।
▫ সু - সুপ্তি → সারাদিন সুপ্তি (ঘুম) করতেন,
▫ কু - কুটির → কুটিরে থাকতেন।
তাই ওঁকে সবাই ভুসুকুপা নামে ডাকত।

N.B. তিনি ৪৯ নং পদে নিজেকে বাঙালী বলে দাবী করেন। কারন, বাংলাকে ভালোবাসতেন বলে। কেউ বলেন, তার অতিরিক্ত অলসতা, আরামপ্রিয়তার জন্য তিনি উচ্চবংশ হতে বিতাড়িত হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ পদ

◻ আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী নিঅ ঘরিণি চণ্ডালে লেলী ॥	আজ ভুসুকু বাঙালী হইল নিজ পরিবারকে চন্ডালে নামিয়ে নিল।

→ ৪৯ নং পদ

লুইপা

◻ চর্যাপদের আদি পদকর্তা, পদ সংখ্যা – ২টি
পদ নং – ১, ২৯

◻ লুইপার গুরু → শবরপা

গুরুত্বপূর্ণ পদ

◻ কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চিএ পইঠা কাল	দেহ তরুর ৫ টি ডাল (৫ ইন্দ্রিয়) চঞ্চল চিত্তে প্রবেশ করেছে কাল

শবরপা

◻ প্রাচীন/প্রবীন/চর্যার বাঙালী কবি শবরপা আর বাঙ্গালী দাবী করেছেন ভুসুকুপা।

◻ পদ সংখ্যা ২ টি, ২৮ ও ৫০ নং পদ

◻ তাঁকে শিকারী কবি বলা হয়।

◻ শবরপার গুরু সরহপা, শিষ্য – লুইপা

◻ খ্রিস্টীয় ৮ম শতকের কবি।

Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ পদ

- উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালি
  মোরাঙ্গ পিচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
  | উঁচু উঁচু পর্বত তথায়/যেখানে বাস করে পাহাড়ী বালিকা, পাহাড়ী বালিকা যেরকম/ময়ূরের পাখনা পরিধান করেছে গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা ॥

→ ২৮ নং পদ

কুক্কুরীপা

- একমাত্র মহিলা পদকর্তা, পদসংখ্যা – ৩টি
- প্রাপ্ত পদ ২টি, অপ্রাপ্ত ১টি – ৪৮ নং
- তার গুরু – লুইপা; শিষ্য – ডোম্বীপা ও বিরুপা

গুরুত্বপূর্ণ পদ

- দিবসহি বহুড়ি কাউই ডর ভাঅ
  রাতি ভইলে কামরু যাঅ
  | দিনের বেলা বউ কাক দেখলে ভয় পায়
  রাতের বেলা কামের সন্ধানে যায়।

চর্যাপদের ভাষা

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে – সান্ধ্যভাষা/আলো আঁধারি ভাষা
- ড. মুহ. শহীদুল্লাহর মতে – বঙ্গকামরূপী
- ম্যাক্সমুলারের মতে — প্রচ্ছন্ন ভাষা
- ছন্দ → মাত্রাবৃত্ত

Scanned with CamScanner

প্রবাদবাক্য

৬টি

	প্রবাদ	রচয়িতা ও পদ	অর্থ
১.	আপনা মাংসে হরিণা বৈরী	ভুসুকুপা-৬	হরিণের নিজ মাংসই এর শত্রু
২.	হাতের কঙ্কন মা লোউ দাপণ	সরহপা-৩২	হাতের কাঁকন দেখার জন্য আয়না প্রয়োজন হয় না।
৩.	বর সুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলন্দে	সরহপা-৩৯	দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
৪.	দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়	ঢেন্ডনপা-৩৩	দোহন করা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করানো যায়!
৫.	হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী	ঢেন্ডনপা-৩৩	হাঁড়ীতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা আসে।
৬.	আন চাহন্তে আন বিনধা	কঙ্কনপা-৪৪	অন্য চাহিতে অন্য বিনষ্ট

Scanned with CamScanner

লেকচার-০৫
মধ্যযুগ

মধ্যযুগ: ১২০১ - ১৮০০ সাল
অন্ধকার যুগ: ১২০১ - ১৩৫০ "
মধ্যযুগের আদি নিদর্শন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

রচিত
১৩৫১-১৪০০ সাল
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ
রচয়িতা: বড় চণ্ডীদাস
মূল নাম: অনন্ত বড়ু
তিনি চণ্ডীদাসের ভক্ত তাই বড়ুর সাথে চণ্ডীদাস নাম যোগ করেন

↓

প্রকাশ
১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' হতে বসন্তরঞ্জন রায় প্রকাশ করেন।

আবিষ্কার
১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘর হতে।
বসন্তরঞ্জন রায়: আবিষ্কারক
উপাধি: বিদ্বদ্বল্লভ (বিদ্যার রাজা)

↓

নামকরণ
কাব্যটির উপর ও নিচের কিছু পাওয়া যায়নি তাই বসন্তরঞ্জন রায় নাম দেন —
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
(কাহিনী/আখ্যান)

চরিত্র
মূল চরিত্র: ৩টি
* রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী — বড়াই/বড়ায়ি
* যশোদা — কৃষ্ণের মা
* রাধার স্বামী — আইহন/আয়ান ঘোষ (কৃষ্ণের মামা)

Scanned with CamScanner

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সারসংক্ষেপ

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা।
- কৃষ্ণ বড়ায়িকে তাম্বুল (পানের) লোভ দেখিয়ে রাধার কাছে প্রেমের প্রস্তাব পাঠায়। রাধা প্রেমের প্রস্তাব পেয়ে প্রচন্ড রেগে যায়। কৃষ্ণ রাধার প্রচন্ডমাত্রায় রাগ করাকে ইতিবাচক হিসেবে ধরে নেয়। যাকে বলে "পূর্বরাগ।"
- পানের অফার বাড়িয়ে বড়ায়িকে পেছনে লাগিয়ে দিল কৃষ্ণ। কৃষ্ণও পেছনে লেগে রইল।
- রাধা যখন যমুনার শাখা নদী কালিন্দী নদীতে গোসল করতে যেত, কৃষ্ণ তখন নদীর তীরে বসে থাকত। দেখা না গেলে কদম (নীপ) গাছের উপরে উঠে দেখত। মগডালে উঠে শুধু গোসলই দেখতনা, রাধা ও তার সখীদের কাপড় লুকিয়ে রাখত। এজন্যই বলা হয় —

  "রাধা করলে লীলা
  আমরা করলে পাপ।"

- রাধা ছিল ঘোষ বংশের (গোয়ালা)। তাই কাঁধে করে দুধ, দই এর কলসি নিয়ে পসার করত (বিক্রি করত) বাজারে। কৃষ্ণ পেছন পেছন যেত। রাধা গালি দিলেও পেছন ছাড়েনি। রাধা কলস রেখে বিশ্রাম নিলে কৃষ্ণ গিয়ে তা কাঁধে তুলে নেয়। এগিয়ে দেয়। রাধাও মজা পায়। রাধা তখন ইচ্ছে করে কলস নামাতো মাঝে মাঝে। এভাবে চলতে থাকে।

Scanned with CamScanner

- রাধা গোকুল থেকে কালিন্দি নদী পার হয়ে মথুরার হাটে যাবে। নদীতে মাঝিকে টাকার লোভে তাড়িয়ে দিয়ে গামছা বেঁধে নিতে থাকে মাঝে নৌকা কৃষ্ণ। মাঝ নদীতে গিয়ে টলমল করে নৌকা উল্টিয়ে দেয়। এবার রাধা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করলে কৃষ্ণ রাধাকে জাপটে ধরে বাঁচায়। এভাবে দিন যায়, রাত যায়, মাস। প্রেম বাড়তে থাকে।
- কৃষ্ণ রাখাল হয়ে বৃন্দাবনে বসে তার 'মোহন বাঁশি" বাজায়। বাঁশির সুর শুনে রাধা বলে —

"কে না বাঁশি বাই বড়াই
কালিন্দী নই কূলে,
কে না বাঁশি বাই বড়াই
এই গোঠ গোকূলে।
আকুল সুরে মোর বেআকুল মন,
বাঁশির শব্দে মোর আউলাইলো রান্ধন।
পাখি নহো তার ঠাঁও
উড়ি পড়ি যাও,
মেদিনি বিদার দেও
পশিয়া লুকাও।"

- এখন রাধা কৃষ্ণের খুঁজে ঘুরে। কৃষ্ণের কোন খোঁজ নাই। কারন, কৃষ্ণ ১৬০০০ গোপ বধূর প্রেমে ব্যস্ত। যারা সবাই বিবাহিত।

ম রাধা বড়ায়িকে বলছে তখন—

"কৃষ্ণ যদি না নিয়া দেহ
আজিকে তেজিবো দেহ।"

বড়াই তখন কৃষ্ণকে এ কথা জানালে কৃষ্ণ বললো, আমিতো কৃষ্ণ। আর আমি না বুঝে এমন কাজ করেছি সেতো আমার মামী, আমাকে ভুলে যেতে বলো।

কিন্তু রাধা এ কথা মানতে নারাজ। রাধা বললো, পাপ পুণ্য ভাবার সময় নাই। রাধা তখন কৃষ্ণকে পাগলের মতো খুঁজে। বটমূলের তলে, কালিন্দি নদীর তলে সব জায়গায়।

কিন্তু কৃষ্ণ কংসকে বধ করার জন্য চলে গেলো। (কংস হলো- মথুরার অত্যাচারী রাজা, কৃষ্ণের মামা)

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" বাংলা সাহিত্যের ১ম ট্রাজেডি/বিয়োগ রাধার বিরহের মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হলো।

মোট খন্ড—১৩ টি

১ম— জন্মখন্ড

২য়— তাম্বুল খন্ড	৮ম— কালিয়দমন খন্ড
৩য়— দান খন্ড	৯ম— যমুনা খন্ড
৪র্থ— নৌকা খন্ড	১০ম— হার খন্ড
৫ম— ভার খন্ড	১১তম— বাণ "
৬ষ্ঠ— ছত্র খন্ড	১২তম— বংশী খন্ড
৭ম— বৃন্দাবন খন্ড	

১৩ তম— রাধা বিরহ

লেকচার-০৬
বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত
" ধর্মের জনক - ~~শ্রীকৃষ্ণকীর্তন~~ চৈতন্যদেব
বিষয়বস্তু: রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার
পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার প্রেম

↓ চৈতন্যদেব
~~শ্রীকৃষ্ণকীর্তন~~

পদাবলীর কবি

প্রধান কবি ৪ জন

১. বিদ্যাপতি } চৈতন্যপূর্ব কবি
২. চন্ডীদাস } চতুর্দশ শতক

৩. জ্ঞানদাস } চৈতন্য পরবর্তী কবি
৪. গোবিন্দদাস } ষোড়শ শতক

- ২ জন বাংলা ভাষার কবি
  * চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

- ২ জন ব্রজবুলি ভাষার কবি
  * বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

জন্ম- ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬
নদীয়া/নবদ্বীপে চন্দ্র গ্রহণ/দোল পূর্ণিমার রাতে
পিতা- জগন্নাথ মিশ্র
মাতা- শচী দেবী
পৈতৃক নিবাস- সিলেট
ডাকনাম- নিমাই ডাকা হত,
গৌরাঙ্গ/গোরা নামে (অর্থ-ফর্সা)
প্রকৃত নাম- বিশ্বম্ভর মিশ্র
উপাধি- মহাপ্রভু
তিনি মানুষকে ধর্ম চেতনা শিক্ষা দিয়েছিলেন তাই তাকে বলে চৈতন্যদেব।
তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে ধর্মীয় রূপ দেন। যার নাম বৈষ্ণব ধর্ম।
অপর নাম- প্রেমধর্ম।

এক নজরে কবি

পরিচয়	কবি
আদি কবি/১ম অবাঙালি কবি	বিদ্যাপতি
বাংলাভাষার আদি কবি/১ম বাঙালি কবি	চন্ডীদাস
পদাবলির জনপ্রিয় কবি	জ্ঞানদাস
অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি	গোবিন্দদাস
সংস্কৃত ভাষার আদি কবি/১ম পদকর্তা	জয়দেব

- জয়দেব বাঙালি কবি কিন্তু পদ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। রচনা- গীতগোবিন্দম

Scanned with CamScanner

বিদ্যাপতি

পরিচয়

* বৈষ্ণব পদাবলীর জনক
* " " আদি কবি
* মিথিলার কবি
* মৈথিলি ভাষার কবি
* মিথিলার সবচেয়ে বড় কবি
* শিবসিংহের সভাকবি
* বাঙালি না হয়েও বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যে।

বৈষ্ণব রচনা

* বাংলা + মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন, যে ভাষাকে বলা হয়— ব্রজবুলি ভাষা। এটি একটি কৃত্রিম কবি ভাষা। পৃথিবীতে এটি একমাত্র ভাষা যা কবিতা রচনার জন্য তৈরি হয়।
* ব্রজবুলির আদি কবি/জনক বিদ্যাপতি।

পদাবলীর রস

□ বৈষ্ণব পদাবলীর মূল রস — মধুর রস।
□ বাংলা সাহিত্যে মোট রস — ৯ প্রকার।
□ বৈষ্ণব পদাবলীর মোট রস — ৫ টি।
সাধারণ সাহিত্যে যাকে বলা হয় — প্রেম রস/ আদি রস/ শৃঙ্গার রস
বৈষ্ণব সাহিত্যে তা - মধুর রস

সাহিত্যে রস ৫টি

১. মধুর রস — প্রধান রস।
২. দাস্য রস — স্রষ্টার দাসী/ স্বামী।
৩. সখ্য রস — সখা/ বন্ধু।
৪. বাৎসল্য রস — সন্তানতুল্য।
৫. শান্ত রস — প্রেমের শান্তি।

Scanned with CamScanner

চণ্ডীদাস

পরিচয়

- বাংলা পদাবলির জনক
- শ্রেষ্ঠ/জনপ্রিয় কবি
- বাংলা সাহিত্যের ১ম মানবতাবাদী কবি
- কবি নজরুল যার ভক্ত
- জন্ম- বীরভূম, নান্নুর গ্রাম
- চৈতন্যপূর্ব-যুগের কবি
  চতুর্দশ শতকের কবি

ব্যক্তিগত জীবন

- চণ্ডীদাস ছিলেন বাশুলীদেবীর ভক্ত। (চণ্ডীদেবীর অপর নাম) তিনি বাশুলি মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সেখানে রামি নামক একজন মহিলার সাথে তার পরিচয় হয়, যাকে বলা হয় রজকিনী (নিম্নবর্ণের ধোপানি)। তাই তাকে সমাজও পুরোহিত চ্যুত করা হয়, চণ্ডীদাস পথে পথে রজকিনীকে খুঁজে।

চণ্ডীদাস বিতর্ক

- বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীদাস — ৪ জন।
  বৈষ্ণব পদাবলীর " — ৩ জন।

১. বড়ু চণ্ডীদাস — শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস

২. দ্বিজ চণ্ডীদাস —
৩. দীন চণ্ডীদাস —
৪. চণ্ডীদাস (রজকিনীর) —
} বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস

গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব পদ

১. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ বাদর, শূন্য মন্দির মোর।
→ বিদ্যাপতি

২. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

৩. সই কেমনে ধরিব হিয়া,
আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায়,
আমারি আঙিনা দিয়া।
→ চণ্ডীদাস

৪. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে
প্রতি অঙ্গ মোর।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
→ জ্ঞানদাস

৬. ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী
অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাঁসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।
→ গোবিন্দদাস

Scanned with CamScanner

লেকচার-০৭

বৈষ্ণব পদাবলী (২য় অংশ)

- আবিষ্কারক/প্রকাশক/সংগ্রাহক – বাবা আউল মনোহর দাস
  গ্রন্থের নাম- পদ সমুদ্র
  ১৫০০ কবিতার সংকলিত গ্রন্থ।

- আধুনিক পদাবলীর রচয়িতা – রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
  রচিত গ্রন্থ – ভানুসিংহের পদাবলি।

মঙ্গলকাব্য

নামকরণ

→ একদলের মতে, যে কাব্য শ্রবণে, দর্শনে, শয়নে, স্বপনে, রচনায়, ভাবনায়, কল্পনায় মঙ্গল হয় তার নাম মঙ্গলকাব্য।

→ অন্যদল মনে করে, যে কাব্য এক মঙ্গলবার হতে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত রচিত বা গীত হত সেই মঙ্গলকাব্য। যাকে বলা হয় — "অষ্টমঙ্গলা।"

→ আবার কেউ বলেন- এ কাব্যে মানুষের/ হিন্দু দেব-দেবীর মঙ্গল কামনা করা হয় বিধায় এর নাম মঙ্গলকাব্য।

বৈশিষ্ট্য

- কবি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা শুরু করবেন।
- নায়ক হবে স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু।
- বারোমাসি/ বারোমাস্যার বর্ণনা থাকবে।
- চৌতিশা বর্ণনা থাকবে।
- দেবস্তুতির মাধ্যমে কাহিনী শুরু হবে।
- পূজা-প্রচার শেষে নায়কের স্বশরীরে স্বর্গারোহণ।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

মঙ্গলকাব্যের প্রকার

পৌরাণিক

হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীদের নিয়ে রচিত। যেমন—

* দুর্গা (অন্নদা) + মঙ্গল
* গৌরী + মঙ্গল
* কালি + মঙ্গল

লৌকিক

সবিরন মানুষের মুখে মুখে যে দেব-দেবী লৌকিক

* চন্ডী + মঙ্গল
* মনসা + মঙ্গল
* শিব + মঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের স্তর/খন্ড

মোট = ৫ টি

১. বন্দনা খন্ড — (দেব-দেবীর পরিচয় ও প্রশংসা)
২. আত্মপরিচয় (ভনিতা খন্ড/গ্রন্থউৎপত্তির কারণ) খন্ড। — কাহিনী লিখার কারণ/ কবির পরিচয় বর্ননা)
৩. দেব খন্ড — (নায়কের পরিচয়, স্বর্গের বর্ননা)
৪. মর্ত্য/নর খন্ড — নায়কের স্বর্গ হতে মর্তে আসার কারণ
৫. শ্রুতিফল — কাহিনী শুনলে মঙ্গল, না শুনলে অমঙ্গল

- মঙ্গলকাব্য হলো উদ্দেশ্যমূলক কাব্য।
- উদ্দেশ্য — দেব-দেবীর পূজা প্রচার
- দেব-দেবীর সংখ্যা - মাত্র - ৩৩ কোটি
- মঙ্গলকাব্য লেখা হয় - ৩৬০০ টির মতো
- শিবকে নিয়ে — শিবমঙ্গল/ শিবায়ন

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা = ৩ টি

১. মনসা মঙ্গল
২. চন্ডীমঙ্গল
৩. অন্নদামঙ্গল

* প্রথম/আদি/প্রাচীন মঙ্গলকাব্য — মনসামঙ্গল

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

মনসামঙ্গল

পরিচয়

দেবী মনসাকে নিয়ে রচিত
মনসা – সাপের দেবী
অন্য নাম – কেতকা, পদ্মা
উদ্দেশ্য – দেবী মনসার পূজা প্রচার

কানা হরিদত্ত

মঙ্গলযুগের আদি কবি
কেতকামঙ্গল/পদ্মাপুরাণ/মনসার আদি কবি কানা হরিদত্ত
তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।

বিজয়গুপ্ত

মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি
" " অপর নাম – কেতকামঙ্গল
" " " " – পদ্মাপুরাণ

বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণে কানা হরিদত্ত সম্পর্কে বলেন –
"প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত,
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য"।

বিজয়গুপ্তের বাড়ি বরিশালের গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে ঘাঘট নদীর তীরে।

অন্যান্য কবি

- নারায়ণ দেব
- বিপ্রদাস পিপলাই
- দ্বিজ বংশীদাস (রচয়িতা + গায়ক)
  – তাঁর মেয়ে ১ম বাঙালী মহিলা কবি চন্দ্রাবতী)
- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
  (কেতকাদাস – উপাধি; ক্ষেমানন্দ – মূলনাম)

Scanned with CamScanner

কাহিনী সংক্ষেপ

▫ মনসামঙ্গল দেবী মনসার পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। মনসা দেবী পূজা পেতে চান পৃথিবীতে। স্বর্গে দেব-দেবীদের পূজার অভাব নেই। তবুও মর্ত্যের পূজায় খুবই আগ্রহ। মানুষের পূজা পাওয়ার ইচ্ছে।

▫ কিন্তু দেবতারা কি প্রত্যেক মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন! না, কৌশল হলো সমাজের কোন রাজা-বাদশা-জমিদার-সম্ভ্রান্ত গণমান্য ব্যক্তিকে তাঁর বশে আনবেন। কারণ- রাজার ধর্মই প্রজার-ধর্ম।

▫ মনসাদেবী চাঁদ সওদাগর নামক সম্ভ্রান্ত একজন জমিদারের কাছে এলেন পূজার প্রচারের জন্য। কিন্তু চাঁদ সওদাগর বললেন, না আমিতো মহাদেব শিবের পূজা করি, যিনি দেবতাদের দেবতা। আপনার পূজা আমি কেন করবো? আর নারী দেবী! সেটা কিভাবে সম্ভব!

▫ মনসাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলো। কিন্তু মনসা কিছুতেই ছাড়বেনা। কারণ, মর্ত্যে চাঁদ সওদাগরের পূজা না পেলে তাঁর প্রচার হবেনা। তাই মনসা নাছোড়বান্দা। চাঁদকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। চাঁদ বিরক্ত হয়ে মনসাকে এমন লাথি মারল যে, কাখাল ভেঙে গেল। মনসা এতে ক্রুদ্ধ হলো, প্রতিশোধপরায়ণ হলো।

▫ চাঁদ সওদাগরের ৬ পুত্র সপ্তডিঙ্গা মধুকর বাণিজ্য জাহাজ সাজিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল চার চম্পার দেশে। বাণিজ্য থেকে সোনা-দানা, হীরা-মণি-মুক্তা নিয়ে দেশে ফিরে আসার পথে মনসা তাঁর বাহিনী পাঠিয়ে জাহাজ আক্রমণ করল এবং জাহাজ ডুবিয়ে দিল। এবং ৬ পুত্রকে মেরে ফেলল। চাঁদ সওদাগরের কাছে এসে মনসা বলছে, তোমার ৬ পুত্রকে আমি মেরে ফেলেছি। তুমি আমার ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছো। তার পরিণাম দেখো। তোমার বংশ নির্বংশ করে দিবো। কিন্তু তুমি যদি আমার পূজা করতে এখনো রাজি হও তাহলে ৬ পুত্রকে বাঁচিয়ে দিবো।

▫ চাঁদ সওদাগর তাতেও রাজি হয়নি, বলল, আমি এখনো নির্বংশ হইনি - ছোট ছেলে লখিন্দর আছে। চাঁদের স্ত্রী "সনকা" মনসা দেবীর কাছে আরাধনা করে লখিন্দরকে পেয়েছিল। সনকা মনসার ভক্ত।

▫ মনসা তখন আরো কঠোর হলো। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তোর এই শেষ পুত্র লখিন্দরকেও আমি বাসর রাতে ছোবল মারব, তোর বংশ নির্বংশ করে দিব, পারলে রক্ষা করিস। মনসা চলে গেল।

বিরতি/ Interval

▫ লক্ষীন্দর রাজপ্রাসাদে পালিত হয়। চাঁদ ও সনকা তাকে বাহিরে বের হতে দেয়না। কিন্তু যুবরাজ আস্তে আস্তে বড় হয়। মায়ের মন তখন সদয় হয়। যুবরাজকে পেছনের দরজা দিয়ে বাহিরে বের হওয়ার সুযোগ দেয়। এসময় পাশের রাজ্যের রাজকন্যা বেহুলার সাথে ওর প্রেম হয়। আস্তে আস্তে সবাই বিষয়টি জানতে পারে।

▫ এরমধ্যে লক্ষীন্দরের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয় চাঁদ সওদাগরের কাছে। চাঁদ রাজি না হলেও অবশেষে জনগনের বিদ্রোহ, আত্মীয়দের পীড়া-পীড়িতে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজার বংশ ধারা বাচাঁনোর জন্য রাজি হন। মন্ত্রী বললেন- এমন বাসর ঘর বানাবে যে, মনসা প্রবেশ করতে পারবেনা।

▫ বিশ্বকর্মাকে ডাকা হলো। লোহা দিয়ে নিশ্ছিদ্র বাসর ঘর বানানো হচ্ছে, যেখানে বাতাস ঢুকারও ছিদ্র নেই। কিন্তু মনসা বিশ্বকর্মার পরিবারকে সাপের মাধ্যমে ঘিরে ফেলসে যে লোহার তৈরি বাসর ঘরের এককোনে একটি ছিদ্র করে দেয়।

▫ লখীন্দর-বেহুলা যখন সেই বাসর ঘরে প্রবেশ করে তখন মনসা সুতার মতো সাপ হয়ে ঘরে প্রবেশ করে, পায়ে ছোবল মারে, রাত শেষে যখন সকালে বাসর ঘরের খিলগালা কপাট খোলা হয় তখন দেখা যায় - লখীন্দর সাপের বিষে নীল হয়ে আছে।

▫ সবাই বেহুলাকে দোষারোপ করে। সতীত্বের পরীক্ষা ও লক্ষীন্দরকে বাঁচানোর জন্য বেহুলা ভেলা ভাসিয়ে হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে দেবতাদের সভায় যায়, প্রবাদ আছে —

" অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ "

গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে যায়, ভেলা পৌঁছায় হিমালয়ের গাঙ্গেশ্বরী সরোবরে। বেহুলা দেবতাদের কাছে লক্ষীন্দরের প্রান ফেরত চাইল। দেবতারা বলল - ইন্দ্রের সভায় নাচতে। কারন, ইন্দ্র খুব নাচ পছন্দ করে। মনোরঞ্জন করতে পারলে ইন্দ্র তোমায় বর দিতে পারবে। মৃত স্বামীকে পাশে রেখে বেহুলা নাচল। জীবনানন্দ দাশ বলেন —

" ছিন্ন খঞ্জনার মত বেহুলা নেচে ছিল অমরায়,
বাংলার নদী মাঠ ভাট-ফুল ঘুঙুরের মত
তার কেঁদেছিল পায়। "

▫ তারপর নাচ দেখে খুশি হয়ে ইন্দ্র বলল, কি বর চাও তুমি বলো? বেহুলা বলল, আমার বরের জীবন ফেরত চাই। ইন্দ্র বলল, মৃত মানুষের জীবন কিভাবে ফেরানো সম্ভব! কিন্তু দেবতারা ওয়াদা করেছে, তাই মনসাকে ডেকে পাঠালো। বলল, তুমি জীবন নিয়েছো, তুমিই ফিরিয়ে দাও। মনসা বলল, জীবন ফিরিয়ে দিব, কিন্তু আমার পূজা করতে হবে।

- বেহুলা তারপর শর্তে রাজি হল। লখীন্দর জীবন ফিরে পেল। শ্বশুরকে গিয়ে বলল - মনসার পূজা করতে হবে। দেবতারা বলে দিয়েছে, অন্য দেবতার পূজা করলেও মনসার পূজা করা যাবে। না হয়, লখীন্দর আবার মারা যাবে।

- নিরুপায়, অসহায় চাঁদ সওদাগর বলল, যে হাত দিয়ে আমি শিবের পূজা করি সে হাতে আমি মনসার পূজা করব কিভাবে? মনসাকে বল, বাম হাতে পূজা করলে হবে কিনা?

- মনসা তাতেই রাজী, চাঁদ সওদাগর বাম হাতে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে মনসার পূজা করল। এতে করে আবার চাঁদ তার ৬ পুত্র, ধন-সম্পত্তি ফিরে পেল। সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

লেকচার-০৮

চন্ডীমঙ্গল

পরিচয়

দেবী চন্ডীকে নিয়ে রচিত
উদ্দেশ্য-দেবী চন্ডীর পূজা করা
চন্ডী হলো- পশুদের দেবতা
অপর নাম- অভয়া/ভবানী
তাই চন্ডীমঙ্গলদের অপর নাম
অভয়ামঙ্গল/ভবানীমঙ্গল
এটি লৌকিক জাতীয় মঙ্গলকাব্য

কবি পরিচিতি

আদি রচয়িতা- মানিক দত্ত
শ্রেষ্ঠ কবি- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি
জন্ম- মেদিনীপুরের দামুন্যা গ্রামে

"সমালোচকদের মতে, মধ্যযুগের কোন কবি আধুনিক যুগে জন্মালে ঔপন্যাসিক হতেন- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।"

■ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মেদিনীপুরের জমিদার ডিহিদার মামুদ শরীফ এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঁকুড়ায় চলে যান। বাঁকুড়ার রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে তাঁর সভাকবি হন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। এতে মুকুন্দরামের প্রভাব বেড়ে যায়।

তখন রঘুনাথ রায় তাঁকে উপাধি দেন- 'কবি কঙ্কন'
=অর্থ- কবিদের শিরোমণি।

রঘুনাথের আদেশে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চন্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা শুরু করেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

কাহিনী সংক্ষেপ

▫ চন্ডীদেবী পূজা পেতে চান। মর্ত্যে পূজা প্রচার করতে চান। তাই তিনি কৌশল নিলেন। কলিঙ্গ রাজ্যের গোজরাট বনের পাশে ছিল একজন গরিব শিকারী/ব্যাধ। নাম কালকেতু। তার স্ত্রীর নাম— ফুল্লরা। কালকেতু চন্ডীমঙ্গলের নায়ক। ছোটবেলা থেকেই তার প্রচন্ড ক্ষমতা বাহুবলির মতো।

▫ কালকেতু গুজরাট বনের পশু পাখি শিকার করে এ নিয়ে ফুল্লরার সাথে তার সংসার চলে। কিন্তু কালকেতু এমনই দুর্ধর্ষ/ক্ষিপ্রগতির শিকারী যে দৌড়িয়ে শিকার ধরে ফেলে তীর ধনুক লাগে না। বাঘকে ধরে বাঘের চামড়া ছিলে নেয়। বাজারে বিক্রি করে। যারা বণিক/তান্ত্রিক তারা চামড়া কিনে নেয়। তারপর এক ঘুষিতে সিংহকে অজ্ঞান করে দেয়। হাতিকে শুড় ধরে ঘুরিয়ে আছাড় মারে। গন্ডারকে চিৎপটাং করে এক ঘুষিতে। এতই ক্ষমতা তার। এতই তার শক্তি।

▫ বনের পশুরা কালকেতুর অত্যাচারে খুবই অতিষ্ঠ তাই খরগোশ গেলো শিয়ালের কাছে বিচার নিয়ে। শিয়াল, বাঘ, সিংহ সবাই অপারগতা প্রকাশ করল। সবাই মিলে তখন গেলো পশুদের দেবতা চন্ডীর কাছে। চন্ডী বলল, ঠিক আছে, আমি দেখছি। আগামী ২দিন তোরা কেউ বনে ঢুকবি না। পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাক।

▫ পরদিন কালকেতু সকালে আবার শিকারে বের হয়েছে। বনে ঢুকার পরে দেখে একটা "স্বর্ণগোধিকা" (গুইসাপ)। যাকে অমঙ্গলের প্রতীক মনে করা হয়, তাই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বনে গিয়ে দেখে যাত্রি অতি কোন পশু-পাখি নাই, অনেক দূরে একটা হরিণ দেখতে পেল। কিন্তু সেটা ছিল "মায়া হরিণ" তাই অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি। হরিণটি ছিল দেবী চন্ডী।

▫ ক্লান্ত-শ্রান্ত কালকেতু বিকেলবেলা বন থেকে ফেরার সময় আবারও দেখতে পেল সেই গুইসাপ। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। ধরে ঝুলিতে ঢুকিয়ে নিল

▫ বাসায় ফুল্লরা অপেক্ষমান। কিন্তু কালকেতু এল খালি হাতে। কালকেতু বলল সখিদের কাছ থেকে তুই খুদ ধার করে নিয়ে আয় আমি দেখি বাজার থেকে কিছু আনতে পারি কিনা। ২ জন ২ দিকে চলে গেল। গুইসাপ (চন্ডীদেবী) বের হয়ে সুন্দরী নারী সেজে বাড়ির বারান্দায় বসে রইল। ফুল্লরা বাসায় ফিরে এ অবস্থা দেখে রাগে বাজারে গেল কালকেতুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ফুল্লরাকে দেখে কালকেতু বলল—

" শাশুড়ি ননদী নাহি, নাহি তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু করিলি রাতা "

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ফুল্লরা বলল, ও বুন্মনা! মা! ন্যাকা সাঁকাতেছেঁ!

"পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।"

কালকেতু বাসায় ফিরে অপরূপা সুন্দরী মেয়েকে দেখে অবাক। ফুল্লরাকে কোনভাবেই বুঝাতে পারছেনা। এখনি সুন্দরী মেয়েটিও যাচ্ছেনা। এবার কালকেতু তীর বের করে ছোট বল্লম দিয়ে মারতে গেছে তখনি মেয়ে দেবী চণ্ডীর স্বমূর্তি ধারণ করেছে।

□ এবার দেবীর সাক্ষাৎ পেয়ে মাফ চাইতে লাগল কালকেতু। দেবী বলল, সমস্যা নেই, আমি ইচ্ছা করেই তোর কাছে এসেছি।

দেবীরা কখনো পূজা প্রচারের জন্য গরিবের কাছে যায়না। সম্রাট, রাজা-বাদশা, জমিদারের কাছে যায়।

মানিক বন্দোপাধ্যায় বলেন—

"ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পল্লীতে
এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।"

□ চণ্ডী বলল, আমি তোর মর্ত্ত দিয়ে পূজা-প্রচার করতে চাই। তোকে আমি রাজা বানিয়ে দিবো। চণ্ডী তখনি কালকেতুকে ২টি জিনিস উপহার দিলেন—

* মানিক অঙ্গুরীয় (সাত রাজার ধন)।
* সাত ঘড়া সোনার মোহর

এগুলো বিক্রি করে যে টাকা হবে তা দিয়ে গুজরাট বন কেটে নগর তৈরি করবি।

□ দেবী চন্ডীর কথা মতো কালকেতু মানিক আংটি নিয়ে হাটে তোলো মুরারী শীল ব্যবসায়ী / বেনের কাছে। প্রথমে মুরারী শীল আংটির ন্যায্য মূল্য দিতে চাননি বরং বলে —

"সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু হে করেছো উজ্জ্বল।"

কালকেতু তাতে রাজি না হলে মুরারী বলে —

"ধর্মকেতু ভায়া সনে কইলুঁ লেনাদেনা
তা হতে বাপা আমি হইয়াছি শেয়ানা।"
(ধর্মকেতু – কালকেতুর পিতা)

□ দেবী চন্ডী তখন মুরারী শীলকে দৈবাদেশ দিলে মুরারী কালকেতুকে বলে, আমিতো তোমার সাথে মজা করছিলাম বাছা। আসলে এটার দাম — "সাত কোটি তঙ্কা" কালকেতু টাকা নিয়ে জিনিসপত্র কিনে গুজরাট বন কেটে নগর তৈরি করল। কিন্তু মানুষ নাই। তাই চন্ডী দেবী পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বন্যা দিলে, সবাই গুজরাট নগরে চলে আসে চন্ডী দেবীর পূজা করার শর্তে।

বুলানমন্ডলের নেতৃত্বে কিছু মুসলমানও আসে। কিন্তু তাদেরকে দেবীর পূজা করতে হবে না।

□ ভাঁড়দত্ত এলও কলিঙ্গ রাজ্য হতে —

"ভাঁড় দিল সাথে এল গড়শালা।
ভেট হিসেবে আনল এক হড়া কাঁচকলা।"

কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত ছিল ঠক, প্রতারক, কালকেতু ব্যাপার জানতে পেরে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেয়। ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গ রাজ্য চলে যায়, বলে যায় —

"দেখেছি কালকেতু তোমার ঠাকুরালী
তুমি কি ছিলে তা আমি জানি।"

¤ কলিঙ্গ রাজাকে ভাঁড়ুদত্ত কুপরামর্শ দেয়। কলিঙ্গ রাজ — কয়েকজন সৈন্য পাঠায় কালকেতুকে ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু কালকেতু সৈন্যদের পরাজিত করলে কলিঙ্গ রাজ সেনাপতির মাধ্যমে সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে।

এদিকে পরাজয় বুঝতে পেরে ভাঁড়ুদত্ত ফুল্লরাকে পাঠিয়ে ফেলে। ফুল্লরাকে দিয়ে কালকেতুকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে।

যুদ্ধ বন্ধ হলে কালকেতু বন্দি হয়। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এদিকে দেবী চণ্ডী কলিঙ্গ রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিল কালকেতু আমার ভক্ত, তাকে মুক্তি দিয়ে রাজপোশাক পরিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসা হোক। রাজা তাই করল।

¤ জনগন দেখলো দেখে চণ্ডী দেবীর ক্ষমতা বুঝতে পেরে তাঁর পূজা শুরু করল।

কালকেতু হলো স্বর্গের নীলাম্বর, ফুল্লরা হলো ছায়া। মর্ত্যে এসেছিল প্রায়শ্চিত্ত করতে, আবার স্বর্গে চলে গেল৷ ইন্দ্রনাথের পুত্র কালকেতু ফুল্লরাকে নিয়ে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশ ২টি

- আখেটিক / ব্যাধখন্ড — কালকেতু + ফুল্লরা
- ধনপতি — খুল্লনা, লহনা

ধর্মমঙ্গল

- ধর্মঠাকুরকে নিয়ে রচিত
- ধর্মঠাকুর হিন্দু হয়েও বৌদ্ধধর্ম প্রেমী।
- উদ্দেশ্য — ধর্মঠাকুরের উপাসনা, আরাধনা, পূজা, প্রচার।
- আদি কবি — ময়ূর ভট্ট
- শ্রেষ্ঠ কবি — ঘনরাম চক্রবর্তী

কাহিনীর অংশ - ২টি

- রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী (রাজা ধর্মের টানে শ্মশানচারী হয়ে যায়)
- লাউসেনের কাহিনী (লাউসেনের মা রাণী রঞ্জাবতী বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায় ধর্মঠাকুরের কৃপায় সেই কাহিনী।)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

লেকচার-০৭
অন্নদামঙ্গল

❖ পূর্বসূত্র:

* মনসামঙ্গলের পূজা প্রচারের জন্য নির্বাচিত- বেহুলা-লখিন্দর
বেহুলার স্বর্গীয় নাম- ঊষা
লখিন্দরের " " - অনিরুদ্ধ

* চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরামের জন্ম-মৃত্যু - (১৫৪০-১৬০৪)
তিনি- ষোড়শ শতকের কবি
পিতার নাম- হৃদয় মিশ্র
মাতার নাম - দৈবকী

* ধর্মমঙ্গলের ময়ূর ভট্ট রচিত গ্রন্থ- হাকন্দপুরাণ
শ্রেষ্ঠ কবি- ঘনরাম চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতকের কবি)
ঘনরাম রচিত গ্রন্থ- শ্রী ধর্মমঙ্গল
রূপরাম " " - ধর্মমঙ্গল

অন্নদামঙ্গল

কাব্য পরিচিতি

দেবী অন্নদাকে নিয়ে রচিত
অন্নদামঙ্গল (পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য)
অন্নদা- অন্ন/ খাদ্যের দেবী
উদ্দেশ্য- দেবীর পূজা প্রচার

কবি পরিচিতি

আদি/ শ্রেষ্ঠ/ শেষ কবি
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
(১৭১২-১৭৬০)
পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার
ভুরসুট পরগনার পেঁড়ো
বসন্তপুর গ্রামে জন্ম
পিতা- নারায়ণচন্দ্র রায়
মাতা- ভবানী দেবী

নাগরিক কবি- শামসুর রহমান
মধ্যযুগের/ বাংলা সাহিত্যের নাগরিক কবি- ভারতচন্দ্র

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

■ ভারতচন্দ্র নদীয়া/নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবরত্ন গঠন করেনি (নয়জন বিজ্ঞলোক) কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার নাম- কৃষ্ণনগর। গোপালভাঁড় তার নবরত্নের একজন। ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি দেন - কৃষ্ণচন্দ্র।

(ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের কবি)

কাহিনী সংক্ষেপ

■ অন্নদামঙ্গলের অপর নাম অন্নপূর্ণা। উদ্দেশ্য- অন্নদা দেবীর পূজা-প্রচার। প্রধান চরিত্র- দেবী অন্নদা। নায়ক- ভবানন্দ মজুমদার।

■ দেবী পৃথিবীতে পূজা পেতে চান, তাই গয় গেলেন জমিদার হরিহোড়ের বাড়িতে। কিন্তু জমিদার হরিহোড় তার ৪ জন স্ত্রী নিয়ে সারাক্ষন ঝগড়া-কলহে ব্যস্ত থাকে, দেবীর পূজা করবে কি করে! তাই দেবী চলে গেলো- গাঙ্গিনী ~~(...)~~ (গাঙ্গ) নদীর অপর পাড়ে জমিদার ভবানন্দ মজুমদারের কাছে।

■ হরিহোড়ের বাড়ি ছেড়ে ভবানন্দের বাড়ি যাবার পথে গাঙ্গী নদী পার হওয়ার জন্য সুন্দরী নারী রূপ নিয়ে ঘাটে বসে থাকেন। কোন নৌকা নেই। অনেকক্ষন পর একটা নৌকা এল। ঈশ্বরী পাটনীর নৌকা। দেবী বলল, আমাকে একটু পার করে দাও মাঝি।

ঈশ্বরী বলল, না, না—

"একা কেন! দুজনা সঙ্গে দেখি কূলবধূ, কে বটে আপনি।"

দেবী অন্নদা আক্ষেপে বলল—

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন,
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।"

ঈশ্বরী পাটনী এটা শুনে তার মনে দয়া হল। এবার দেবী নৌকায় উঠল। ঈশ্বরী খেয়াল করল মেয়েটি নৌকায় উঠার পর নদীতে জায়গায় জায়গায় পদ্ম ফুল ফুটেছে। মেয়েটি নৌকায় উঠে এককোণে বসে পানিতে পা নামিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরী বলল- পানিতে বিষাক্ত প্রাণী আছে, পা তুলে ফেল। দেবী বলল - তোমার নৌকা তো ময়লা - পা রাখবো কোথায় ?

ঈশ্বরী তখন তার সেঁউতি (পানি সেচুনি) দিল পা রাখার জন্য, দেবী পা রাখার সাথে সাথে সেঁউতি স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়।

"সেঁউতিতে পা রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইলো সোনা
দেখিতে দেখিতে।"

ঈশ্বরী যখনি বুঝে গেল যে, এই মেয়েটি দেবী, তখন দেবী তার স্বমূর্তি ধারণ করল। ঈশ্বরী বলল—

"এক্ষুনি হইলো প্রত্যয়
এ তো মেয়ে, মেয়ে নয়
দেবতা নিশ্চয়।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

□ দেবীর পায়ে পড়ে গেল। আজ্ঞে আমি তোমাকে
চিনতে পারিনি। আমার ভুল হয়ে গেছে, তুমি
'ত্রাণ পায়' করো, আর তুমি আমার নৌকায়
এ কেমন কৃপা। দেবী বললেন - কি চাও বল? ঈশ্বরী
পাটনী তখন বলল —

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।"

□ তারপর দেবী চলে গেল ভবানন্দের কাছে। তাকে
নিজ পরিচয় দিলেন। ভবানন্দ দেবীর পূজা-প্রচার
করতে লাগলো।

□ দিল্লীর রাজা/বাদশা জাহাঙ্গীর, বিশাল ভারতবর্ষের
সব রাজ্য তার অধীনে ছিলনা। তেমনি যশোরের
রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার না করে
স্বাধীনতা ঘোষণা করে, জাহাঙ্গীর তাকে দমন
করতে সেনাপতি মানসিংহকে সৈন্যসহ পাঠান।

□ মানসিংহ ৬ মাস হেঁটে হেঁটে গঙ্গা নদী পার
হয়ে চলে এলো বাংলার সীমান্তে। তাবু গাড়ল। যশোর
যেতে লাগবে আরো ৬ মাস। হঠাৎ বন্যায় তার কিছু
সৈন্যসহ, খাবার-দাবার সব ভেসে গেল।

□ এমন বিপদে জমিদার ভবানন্দ দেবী অন্নদার
কৃপায় মানসিংহকে খাবার দিয়ে সাহায্য করলেন,
তারপর রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে
যাওয়ার সময় ভবানন্দকে দিল্লি নিয়ে আসেন,

▫ বাদশা- জাহাঙ্গীর সব কথা শুনে পাগলের প্রলাপ মনে করল। ভবানন্দকে বন্দি করল। এরপর দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হল। রাজকোষও খালি হয়ে গেল।

▫ আমলা- আমাত্যরা বলল ভবানন্দকে ছেড়ে দিতে। জাহাঙ্গীর অমত থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিল। এরপর রাজ্যের মাঠ আবার ফসলে ভরে উঠল। বাদশা জাহাঙ্গীর আশ্চর্য হল দেখে। এরপর বাদশা নিজে দেবী অন্নদার পূজা শুরু করল। ভবানন্দকে মুক্তি দিয়ে তাকে যশোরের রাজা বানিয়ে দিল।

"অতঃপর, সবাই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।"

উক্তি

* নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
* মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

N.B. ভবানন্দের বউ ছিল ২টি —
"দুই সতী বিনে নাই পতির আদর।"

মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য

শাহ মুহাম্মদ সগীর

- বাংলা ভাষার ১ম মুসলিম সাহিত্যিক তিনি।
- রচিত গ্রন্থ — ইউসুফ জোলেখা (১ম মুসলিম রচিত গ্রন্থ)
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের জনক — শাহ মু. সগীর
- শাহ মুহাম্মদ সগীর — ১৫ শতকের কবি।
- পৃষ্ঠপোষক — গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযমশাহ

মূল লেখক	→	মূল গ্রন্থ	→	ভাষা
আবদুর রহমান জামী (পারস্যিয়ান কবি)	→	"ইউসুফ জুলেখা"	→	ফার্সী

কাহিনী সংক্ষেপ

- কেনান প্রদেশের বাদশা ইয়াকুব (আ.)। তাঁকে আল্লাহ ৮০ বছর বয়সে একটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন তাঁর নাম ইউসুফ (আ.)। পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ~~মানি~~ ~~বে~~ সুন্দর ছিলেন। ইয়াকুব (আ.) তাঁকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। অতি ভালোবাসা তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর অন্য ভাইয়েরা মিলে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়। তাঁর বয়স তখন ৫ বছর। ইয়াকুব (আ.) কে তারা এসে বলল - বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

- মিশরের একজন বণিক কূয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পানির জন্য কূপে বালতি ফেললে ইয়াকুব (আ.) বালতিতে বসে উপরে উঠে আসে,

বণিক ইউসুফ (আ.) কে মিশর নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। মিশরের রাজা নিঃসন্তান আজিজ মিসর ইউসুফ (আ.) কে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে পালক পুত্রের মত লালন পালন করতে থাকে।

▫ আজিজ মিসরের স্ত্রী জুলেখা তাকে লালন-পালন করে। দিন কাটিতে থাকে। ইউসুফের বয়স ১৫ হলে রাজমহলে রব উঠে জুলেখার চরিত্র নিয়ে, তাই জুলেখা রাজদরবারের সকল মহিলাদের দাওয়াত করে। সবাই আসলেন। আপেল ও ছুরি দেওয়া হল সবার হাতে। ইউসুফ (আ.) কে ডেকে আনলেন। সবাইকে আপেল কাটিতে বললেন। সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। রানী আবার ধমক দিলেন। সবাই তখন আপেল কাটিতে গিয়ে হাতের আঙুল কেটে ফেলে। জুলেখা তখন বলেন- তোমরা নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পেরেছো আমি কিসের জন্য পাগল!

▫ আজিজ মিসর বিষয়টি জানতে পারে। জুলেখা ইউসুফ (আ.) কে প্রেম প্রস্তাব দেয়। ইউসুফ (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করে। আজিজ মিসর জুলেখাকে তিরস্কার করে, ইউসুফ (আ.) কে কারাগারে পাঠান। জুলেখা তখন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনবাসে চলে যায়।

▫ কিছুদিন পর অন্য রাজ্য মিসর আক্রমণ করে দখল করে। নতুন রাজা আসে। রাজা ছিল অত্যাচারী জনগণ বিদ্রোহ করে অত্যাচারী রাজাকে ইউসুফ (আ.) কে মুক্ত করে রাজ সিংহাসনে বসায়।

▫ ২৫ বছর বয়সে ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজা হলেন। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। একদিন এক ঘন জঙ্গল ডিঙিয়ে দেখেন একটি কুঁড়ে ঘরে বৃদ্ধা মহিলা বসে আছে। ইউসুফ (আ.) এর মায়া হলো। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন? কি লাগবে আপনার? বুড়ি শুধু তাকিয়ে থাকে। অতঃপর ইউসুফ (আ.) চিনতে পারলেন, এই সেই জুলেখা।

▫ এবার বিপদে পড়ে গেলেন ইউসুফ (আ.)। কি করবে এই বুড়িকে? তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তখন জুলেখাকে যুবতী করে দিলেন। তারপর তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

▫ কিছুদিন পর কেনান প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁর ১১ ভাই কেনানের, খাদ্যের আশায় মিশরে আসলে ইউসুফ (আ.) বেন ইয়ামিনকে চুরির দায়ে আটক করেন। বলেন- তোমাদের পিতাকে নিয়ে আস। তারপর ইয়াকুব (আ.) কে নিয়ে তারা রাজ-দরবারে গেলে ইউসুফ (আ.) তাঁর পরিচয় দিলেন। অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ফকির গরিবুল্লাহ

- ষোড়শ শতকের কবি।
- মধ্যযুগের ২ টি সাহিত্য ধারার জনক।
  1. জঙ্গনামা
  2. পুঁথি সাহিত্য

জঙ্গনামা:

⇒ মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের রচিত বীরত্বসূচক যুদ্ধকাহিনী।

⇒ আদি কবি— সৈয়দ হামজা

⇒ ফকির গরীবুল্লাহ রচিত ⇒ আমীর হামজা।
⇒ সোনাভান।

"দুধ-জলে মিশামিশ করিল যে পানি
জাগিয়া থাকন পুন খায় সোনাভান।"
— সোনাভান।

পুঁথি সাহিত্য:

⇒ ফকির গরিবুল্লাহ রচিত ১ম পুঁথি সাহিত্য— সত্যপীরের পুঁথি।

Scanned with CamScanner

দৌলত উজির বাহরাম খাঁ

- মূল নাম – বাহরাম খাঁ. উপাধি- দৌলত উজির
- জাফরাবাদের (চট্টগ্রাম) নিজাম শাহসুর তাকে দৌলত উজির উপাধি দেয়।
- শাহসুরের সভাকবি— বাহরাম খাঁ।
- বাহরাম খাঁ ষোল শতকের কবি।
- রচিত গ্রন্থ— লাইলী মজনু।

মূল লেখক	মূল গ্রন্থ	ভাষা	দেশ
আবদুর রহমান জামী (পারস্যিয়ান কবি)	→ "ওয়ালায়লা মাজনুন" →	ফার্সি →	আরবের কাহিনী প্রচলিত হয়না যে

কাহিনী সংক্ষেপ

চরিত্র

- মজনু: মূল নাম- কায়েস; পিতা- আমীর (জমিদার)
- রাজা: নয়ফেল
- লাইলী: পিতা- মালিক (জমিদার); মাতা- সুমতি

- কায়স ও লাইলী একটি মক্তবে পড়াকালীন সময়ে দুজনের মাঝে প্রেম হয়ে যায়। দুজন হাতে হাত রেখে শপথ করে—

"যাবৎ জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।"

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

▫ লাইলী-র সাথে মজনুর প্রেম বিষয়টি জানাজানি হলে লাইলীর মক্তবে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঐ যুগে Honour killing করা হতো প্রেম করার শাস্তি হিসেবে। লাইলীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয় —

"প্রথম নূপুর দিলা লায়লীরও পায়।"

▫ এভাবে দিন যায়। ঐদিকে কায়েস লাইলীর প্রেমে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষুকের বেশ ধরে আসে লাইলীর বাসায়। ডাক শুনে লাইলী ছুটে যায়। দৌড়ে আসে। দুজন অপলক পলকে তাকিয়ে থাকে। দারোয়ান তাড়িয়ে দেয়। আবার সন্ন্যাসীর বেশে আসে। আগের মতোই দারোয়ান তাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত মারধরে করার ফলে অর্ধ-পাগল হয়ে যায়।

▫ মজনুর বাবা আমীর লাইলীর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। মজনু বাসায় ঢুকে লাইলীর কুকুর দেখে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকে। লাইলীর বাবা তখন বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। মজনু তখন পাগল হয়ে নজদ বনে চলে যায়।

▫ ঐদিকে লায়লীর বাবা লাইলীর অমতে বিয়ে দিয়ে দিলেন ইবনে সালামের পুত্রের সাথে। কিন্তু বাসর ঘরে লাইলী তার স্বামীকে স্পর্শ করতে দেয়নি। বলে দেয় — "সিংহের আহার কভু না পায় শিয়ালে।"

▫ স্বামীর বাড়ির লোকজন ভর্ৎসনা করল সবশুনে। লাইলীর পরিবারকে গালিগালাজ করে চলে যায়। সমাজে সবাই ছি! ছি! করে। একঘরে করে দেয়।

▫ এদিকে নজদ বনে রাজা নয়ফল শিকারে আসে এসে দেখে সুদর্শন পাগল এক যুবক গাছ জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা সব জানতে পেরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে রাজপোশাক পড়িয়ে লাইলীর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। লাইলীর বাবা ১ম রাজি হলেও মজনুকে দেখার পর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজার সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মালিক পরাজিত হয়।

▫ নয়ফল তখন লাইলীকে নিয়ে আসতে বলে। লাইলীকে দেখে রাজা নিজেই ফিদা। অনুচরকে বলে ২ গ্লাস শরবত বানিয়ে দিতে এবং মজনুর গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিতে। কিন্তু অনুচর ভুলক্রমে বিষমিশ্রিত শরবত রাজাকে দিয়ে ফেলে। রাজা পান করি পটল তুলে। তাজিদার মালিক তার তাজিদারি ফিরে পায়। মজনু আবার নজদ বনে চলে যায়।

▫ তকরাপ বিদ্রোহ করলে মালিক তার পরিবার নিয়ে অন্যদেশে চলে যাওয়ার পথে লাইলী নজদ বনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পালিয়ে মজনুর কাছে চলে আসে। মজনু লাইলীকে বলল এ কখনো সম্ভব নয়, তুমি ফিরে যাও। আমাদের ভালোবাসাকে কলংকিত করোনা। লাইলী চলে যায়।

Scanned with CamScanner

"মিলনে প্রেমের মৃত্যু
মৃত্যুতে প্রেমের সফলতা।"

▫ কিছুদিন পর লাইলী মজনুর বিরহে মারা গেল মারা যাওয়ার পূর্বে মা যুমাতিকে বলে গেলো -এর মৃত্যুর খবরটা যেন মজনুকে জানানো হয়।

▫ অনুচর মারফত লাইলীর মৃত্যুর খবর শুনে মজনু দৌড়িয়ে নজদ হতে শ্যামদেশ চলে আসে ও মায়ে। কবরস্থানে গিয়ে প্রতিটি কবর শুঁকে ঘ্রাণ নিয়ে অবশেষে লাইলীর কবর খুঁজে বের করে। কবর জড়িয়ে ধরে মজনু শুয়ে থাকে। কিছুদিন পর মজনুও মারা যায়। তাকেও লাইলীর পাশে দাফন করা হয়। এভাবেই ঘটনা শেষ হয়। ইহলৌকিক প্রেমের সমাপ্তি ঘটে।

"I will win, not immediately,
— but definitely"

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

লেকচার-১১

মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য-০২

পূর্বসূত্র:

- লাইলী-মজনু কাব্যের খন্ড/অনুচ্ছেদ -৫১টি
- শুরু হয়েছে- হামদ খন্ড দিয়ে।

শেখ ফয়জুল্লাহ

কবি পরিচিতি
ষোড়শ শতকের কবি

জনক
২টি ধারার জনক
১. মর্সিয়া সাহিত্য
২. নাথ সাহিত্য

মর্সিয়া সাহিত্য:

মর্সিয়া অর্থ- শোক/মাতম। এটি সাধারণ শোক নয়; বিশেষ শোক সাহিত্য। কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে রচিত সাহিত্যকে বলা হয় মর্সিয়া সাহিত্য। ১ম মর্সিয়া সাহিত্য — 'জয়নাবের চৌতিশা'

চৌতিশা কি?

ক-হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ৩২টি। ২টি বর্ণ ঙ, ঞ, যা শব্দের শুরুতে বসে না, তাই বাদ। অতঃপর অ, আ, ই, উ এই মোট ৩৪ বর্ণ শব্দের শুরুতে সাজিয়ে সাজিয়ে যে দুঃখ প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় চৌতিশা। যেমন-

"কাক কালো কোকিল কালো
কালো কন্যার কেশ।"

"স্বামীর সুন্দর ~~সময়ার~~ সন্ধ্যায় সোনার সংসার
শেষ হয়ে গেল।"

Scanned with CamScanner